তারিখ ...07 MAR 2016...
পৃষ্ঠা ..20.. কলাম ....৪......

প্রথম আলো

ডেকে এনে দেওয়া হলো অনুদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মৃত্যু

হাফিজের বাবাকে ডেকে এনে দেওয়া হলো অনুদান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ছেলের মৃত্যুর কোনো বিনিময় চান না ইসহাক মোল্লা। চান যেন ভালো থাকে হাজারো পিতার সন্তানেরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র হাফিজুর মোল্লার মৃত্যুর পর তাঁর বাবা ইসহাক মোল্লাকে গতকাল রোববার ফরিদপুর থেকে ডেকে এনে চার লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইসহাক মোল্লা বললেন, এ টাকা নিজেদের চলার জন্য নিচ্ছেন

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

শেষ পৃষ্ঠার পর

বটে, তবে মৃত্যুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়েই ফিরিয়ে দেবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখন পর্যন্ত হাফিজুর মোল্লার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করেনি। যে আবাসিক হলের ছাত্র ছিলেন তিনি, সেই এসএম হল প্রশাসন দাবি করেছে, তাদের একটি তদন্ত কমিটি আছে। ইসহাক মোল্লা ওই আবাসিক হলে গেলেও তদন্ত কমিটির কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। কবে এর প্রতিবেদন দেওয়া হবে, সে সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না প্রাধ্যক্ষ। এরই মধ্যে উপাচার্য এই মৃত্যুর পেছনে দায়ী করেছেন যথাসময়ে চিকিৎসার অভাবকে।

ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের হাফিজুর মোল্লা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থাকতেন সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হলের দোতলার বারান্দায়। প্রচণ্ড শীতে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরই মধ্যে তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় ছাত্রলীগের 'গেস্টরুম' কর্মসূচিতে (ছাত্রসংগঠনের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড)। ঠান্ডায় অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে সাড়ে তিন ঘণ্টা এসএম হলের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পরদিন জ্বর বাড়লে তিনি বাড়ি চলে যান। ফরিদপুরে ডাক্তার দেখালে তাঁর নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড ধরা পড়ে। ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে তিনি মারা যান।

গতকাল সকাল নয়টার দিকে এসএম হলের ফটক দিয়ে প্রবেশ করেন হাফিজুরের বাবা ইসহাক মোল্লা। পরনে লুঙ্গি আর শার্ট। মলিন মুখে বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। সঙ্গে স্ত্রী হালিমা বেগম ও তাঁর এক আত্মীয়। হাফিজুরের এক বন্ধুর গায়ে ভর দিয়ে হাঁটছিলেন হালিমা। হল কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কেউ জানেন না ইসহাক মোল্লা আসছেন। খবর পাঠালেন প্রাধ্যক্ষের কাছে।

নিউমোনিয়ায় মারা যাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাফিজ মোল্লার বাবা এসহাক মোল্লার হাতে চার লাখ টাকা অনুদানের চেক তুলে দেন উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। গতকাল উপাচার্যের কার্যালয়ে এই চেক হস্তান্তর করা হয় ● ছবি : প্রথম আলো

প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ের বাইরে দাঁড়ানো বন্ধুদের কাছে ইসহাক মোল্লা জানতে চাইছিলেন, কোথায় থাকত হাফিজুর। সহপাঠীরা আঙুল দিয়ে দোতলার বারান্দা চিহ্নিত করে দিলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ইসহাক মোল্লা। 'ওই মশারি....' এক বন্ধু জানালেন, 'মশারি হাফিজুরের না। হাফিজুরের সব জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' ইসহাক মোল্লার মুখ দিয়ে বের হয়ে এল, 'এমনই থাকবে। আসবে, যাবে। মাতবরও বদলাবে। মাতবরে মাতবরে তো কিলাকিলি হয় না।'

আধা ঘণ্টা পর এলেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা। তিনিও জানালেন, ইসহাক মোল্লার ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মার্কেটিং বিভাগ থেকে তাঁকে আসতে বলা হয়েছিল। গেলেন সেখানে। সেখান থেকে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিনের কার্যালয়। পরে উপাচার্যের কার্যালয়ে।

সেখানে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ইসহাক মোল্লার কাছে চার লাখ টাকা হস্তান্তর করেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক লাখ আর ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, মার্কেটিং বিভাগ, মার্কেটিং বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, এসএম হল কর্তৃপক্ষ, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক শফিক আহমেদ সিদ্দিক ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ ৫০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন। আরও বিভিন্নভাবে তাঁকে পরবর্তী সময়ে সহযোগিতা করা হবে বলে জানানো হয়।

এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন হাফিজের বাবা-মা। তাঁর বাবা বলেন, হাফিজুর ছিল তাঁদের একমাত্র ছেলে। তিনি কখনো কোনো ডিপিএস (ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র) করেননি। ভাবতেন, ছেলেই তাঁদের সঞ্চয়। ইসহাক মোল্লা বলেন, 'আমাদের তো আর কেউ নাই। দুজনই। বাজারে একটা দোকান দিয়েছি। মালপত্র উঠাব। নিজেদের চলে যাবে। আমরা যাওয়ার পরে তো আমাদের কেউ নাই। ভার্সিটির সব সন্তানই আমার সন্তান। ভার্সিটির টাকা আমি ভার্সিটিরেই দিয়া যাব।' এ সময় তিনি হাফিজুরকে ঢাকায় নিয়ে আসার পথে তাঁর মারা যাওয়ার ঘটনার বর্ণনা দেন।

তবে হাফিজুরের মৃত্যুর পেছনে প্রশাসনিক ত্রুটি কিংবা সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের কর্মসূচি কোনো কারণ কি না, এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি যথাসময়ে হাফিজুরের চিকিৎসার অভাবকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, আজকের এই যুগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এই বয়সের একটা ছেলে মারা যাবে, তা কল্পনাই করা যায় না। হাফিজের এই অকালমৃত্যুতে শুধু একটি পরিবার নয়, সারা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের বাড়িতে না গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্র অথবা নিকটবর্তী হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার আহ্বান জানান। অসুস্থ শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।